সমস্বর©

সমস্বর ৮৫ তম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১)

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত করা জরুরি

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে .....

দেশব্যাপী জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ২০২১ উদযাপন

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

তামাক কোম্পানিকে দেয়া রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রত্যাহারের আহ্বান

রাজস্ব ফাঁকি রোধে তামাকপণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

জামালপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নজেলা টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

খুলনায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত

তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

যশোর জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ডাস্, বিআরটিএ এবং ডিটিসির সম্মিলিত উদ্যোগে ঢাকা নগর পরিবহন ধূমপানমুক্ত

'তামাক চাষ ও কোম্পানির প্রভাব ' শীর্ষক বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুসারে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের টিআইআই মনিটরিং টিমের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

'পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিয়ন্ত্রণে চালকদের করণীয় '-শীর্ষক ডাস্রের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

'তামাকমুক্ত দেশ গড়ার উদ্যোগ: কোম্পানির অপকৌশল ' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

সমন্বিত পদক্ষেপেই পারে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে

কুষ্টিয়ায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫০ হাজার টাকার সিগারেট ধ্বংস, ব্যবসায়ির ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈ-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

কালিগঞ্জ উপজেলার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বাস টার্মিনালে অভিযোগ বাক্স স্থাপন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি

হবিগঞ্জ জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভা

বাগেরহাটে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রয়ন আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করা প্রয়োজন

তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত তামাক বিরোধী নীতি প্রবর্তন করা জরুরি

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য

হেলাল আহমেদ

আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union — International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — *Health solutions for the poor*

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ

ফোন: +৮৮ ০১৯৭৭০১৪৪১২

সম্পাদকীয়

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন

জীবনবিনাশী তামাকের বিপক্ষে তামাক বিরোধী আন্দোলন একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিলেও দেশ থেকে তামাকের ব্যবহার এখনও নির্মূল হয়নি। ১৯৯৯ সালে তামাক বিরোধী জোট গঠনের পর এ আন্দোলন আরো জোরদার হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর তামাকমুক্ত দিবসের শ্লোগান ছিলো 'জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি, তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত করি'। তামাক বিরোধী জোট শুরু থেকেই তাদের আন্দেলনের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়নি।

১৯৯৯ সালে ভয়েজ অব ডিসকভারি নামক বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানির গোল্ডলিফ সিগারেটের প্রচারণা কার্যক্রম প্রতিহত করতে গিয়ে বেসরকারি সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট প্রতিষ্ঠা করে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই জোট সরকারের সহায়ক শক্তি হিসাবে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন, সংশোধন, তামাকের কর বৃদ্ধি, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মনিটরিং, বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সরকার অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তামাক কোম্পানি আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার থাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখতে পারে না। ২০১৩ সালে সংশোধিত 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন' অনুসারে, তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করে অধিকাংশ তামাক কোম্পানি প্রকাশ্যে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচির আড়ালে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা চালিয়ে কিশোর ও তরুণ সমাজকে টার্গেট করছে দীর্ঘমেয়াদে তাদের পণ্যের ভোক্তা তৈরি করার জন্য। তারা অল্প টাকার পণ্যের জন্য বিপুল পরিমানে অর্থ খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে।

আমরা মনে করি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির বিবেচনায় তামাকের ব্যবহারজনিত রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে । যার চিকিৎসা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। সুতরাং তামাক নির্মূলের কোন বিকল্প নেই। জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসের শ্লোগানকে সামনে রেখে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ নিবে আমাদের প্রত্যাশা এমনটাই ।

দেশব্যাপী জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন

তামাক কোম্পানির আগ্রাসন নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নীতি গ্রহণ জরুরি

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৯ অক্টোবর ২০২১, জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি, তামাক কোম্পানির প্রভাব প্রতিহত করি' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বক্তারা তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত না করতে পারলে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয় এ অভিমত ব্যক্ত করেন। বক্তারা আরও বলেন, গণমাধ্যম ও মিডিয়ায় তামাক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন

শক্তিশালীকরণ, যথাযথ প্রয়োগ এবং তামাক কোম্পানির অপকৌশল প্রতিহত করতে দ্রুত কার্যকর নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি নাটাবের সভাপতি মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত এমপি, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (পবা) চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা আবু নাসের খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক, 'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ ও ডাস্ এর উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল। অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল এর সঞ্চালনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা মিঠুন বৈদ্য।

প্রবন্ধে **মিঠুন বৈদ্য** তামাক পণ্যের কর বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় কোম্পানির কূটকৌশল, তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিতে কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত এবং তামাকের কর ব্যবস্থা আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন । এছাড়াও তামাক কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ অনুসারে গাইডলাইন ও কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়নের সুপারিশ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজিত সভায় **মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট আন্তরিক। তিনি 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে যে ঘোষণা দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে আর মাত্র ১৯ বছর অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং অনতিবিলম্বে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার ও সরকারি কর্মকর্তাদেরকে বিএটিবি'র বোর্ড অব ডিরেক্টরি থেকে সরিয়ে নিতে হবে। তিনি তার বক্তব্যে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত নীতিমালার চূড়ান্ত করার কথাও বলেন।

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত এমপি বলেন, তামাক বিরোধী প্রচারণায় যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। তামাকজনিত কারণে মৃত্যু ও ভোগান্তির বিষয়টি বেশি করে প্রচার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিককালে তরুণদের মধ্যে ই-সিগারেট বিস্তার লাভ করছে যা এখনই নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

একই প্রসঙ্গে **আবু নাসের খান** বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটিকে আরো শক্তিশালী ও যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ১৯৯৯ সালে বিএটি'র 'ভয়েস অব ডিসকভারী' প্রতিহত করার মাধ্যমে জোটের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। দীর্ঘদিনের যাত্রায় আমাদের অনেক সফলতা এসেছে। তামাক কোম্পানিতে শেয়ার ও পরিচালনা পর্ষদে সরকারের প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহারে সরকারকেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যাপক ড. রুমানা হক তার বক্তব্যে বলেন, তামাকের চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রণের অনেকগুলো পদ্ধতির মধ্যে 'কর বৃদ্ধি' অন্যতম। কর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দ্রুত একটি নীতিমালা বর্তমান সময়ের দাবি।

হেলাল আহমেদ বলেন, ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস বেসরকারিভাবে পালন করে আসছে। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জাতীয় পর্যায়ে সরকারি ভাবে দিবসটি উদযাপনের আহ্বান জানান।

উক্ত সভায় **আমিনুল ইসলাম বকুল** বলেন, তামাক বিরোধী এ আন্দোলনের গতি বাড়াতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পরিধি বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের অবস্থান কর্মসূচি

সমস্বর প্রতিবেদক: 'জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি, তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত করি' শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ৯ অক্টোবর ২০২১ , জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), 'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠন, এইড ফাউন্ডেশন, টোবাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের যৌথ আয়োজনে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে একটি অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট আনুষ্ঠানিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হিসেবে এই দিনটিকে বেসরকারিভাবে 'জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। দেশব্যাপী জোটভূক্ত সদস্য সংগঠনসমূহ দিবসটি উদযাপনের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে আসছে।

'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের প্রজেক্ট অফিসার সামিউল হাসানের সঞ্চালনায় উক্ত কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (পবা) চেয়ারম্যান ও তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা আবু নাসের খান, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ টাস্টের প্রোগ্রাম অফিসার সৈয়দা অনন্যা রহমান, সমন্বয় পরিষদ, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-১ এর সাবেক সভাপতি মো. জাকির হোসেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প কর্মকর্তা অদূত রহমান ইমন, আইডাব্লিউবির পলিসি অফিসার আ.ন. ম মাছুম বিল্লাহ ভূঞা নাটাব এর প্রজেক্ট ম্যানেজার ফিরোজ আহমেদ, লিও ক্লাব ওয়েসিস এর ট্রেজারার নেসার আহমেদ সজীব, সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিন, জালাল উদ্দিন, টোবাকো কন্ট্রোল এন্ড

রিসার্চ সেল(টিসিআরসি), পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চ, ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীং, নবনীতা মহিলা কল্যান সমিতি, আইডিএফ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনধিবৃন্দ উপস্থিত ছিল।

মানববন্ধনে 'প্রত্যাশা'র সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ বলেন, তামাক কোম্পানি কূটকৌশলের মাধ্যমে দেশের প্রচলিত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রতিনিয়ত তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার করে যাচ্ছে। তামাক কোম্পানিগুলো রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বিড়ি-সিগারেটের ছোট ছোট দোকান স্থাপন করেছে। সেখানে তাঁরা সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূতভাবে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে।

জনস্বার্থ রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কোম্পানির প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিগুলোকে সুরক্ষিত করতে একটি সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন প্রণয়ন করাও জরুরি। কাজেই প্রচলিত আইনটিকে আরো শক্তিশালী করে তামাকের কর বৃদ্ধি, সহায়ক নীতি প্রণয়ন এবং আইন বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। মানববন্ধন শেষে প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে সেমিনারের আয়োজন করে সংগঠনটি।

যশোরে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

সমস্বর প্রতিবেদক: বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন পিপিএস, পেন ফাউন্ডেশন, স্বজন চক্র, গ্রীনভিউ, ও একতা সমাজ কল্যাণ সোসাইটির উদ্যোগে গত ৯ অক্টোবর ২০২১, যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিপিএস এর নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, পেন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মেঘনা ইমদাদ, স্বজন চক্রের নির্বাহী পরিচালক সুভাস ভক্ত ও একতা সমাজ কল্যাণ সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক এবাদুল হক, বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সফিয়ার রহমান ও কবি গীতিকার টিপু সুলতান।

জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে ডাসের কর্মসূচি পালন

সমস্বর প্রতিবেদক: 'জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি, তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত করি' এই বক্তব্যকে সামনে রেখে ডেভলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি-ডাস্ জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ২০২১ উপলক্ষে গত ৮ ও ৯ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির শেষদিন ৯ অক্টোবর ২০২১, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে

মানববন্ধন, পথসভা ও স্টিকার ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে সংগঠনটি। কর্মসূচির শেষে 'বাস টার্মিনালে ধূমপান করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ' শীর্ষক একটি অভিযোগ বাক্স এবং সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালকে ধূমপানমুক্তকরণে একটি বড় ব্যানার স্থাপন করা হয়। ডাসের প্রকল্প পরিচালক দোয়া বখশ্ শেখসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তা, টার্মিনালের বাস-মিনিবাসের মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, ইজারাদার এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারীরা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

মানিকছড়িতে তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকা সৃষ্টিতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ , দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র ' হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ির মানিকছড়ির হালদা পাড়ে তামাক চাষির বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে কৃষকের মাঝে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গোরখানাস্থ শাহানশাহ হক ভান্ডারী সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার কক্ষে সরকারের গৃহীত

প্রকল্প বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (আইডিএফ) ব্যবস্থাপনায় ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে অর্ধশতাধিক কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসময় কৃষকদের মাঝে তামাকের পরিবর্তে বিকল্প জীবিকা সৃষ্টিতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন হালদা প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও আইডিএফের মৎস কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান এবং আইডিএফের হর্টিকালচারিস্ট মো.মোস্তাফিজুর রহমান। এসময় আইডিএফ'র উপ-সহকারী কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. রুবেল হোসেন ও চন্দ্রদয় রোয়াজা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৯ অক্টোবর ২০২১, এইড ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে লেডিস অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ারের (লফস) উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ।

জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে খুলনায় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৯ অক্টোবর ২০২১, জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে রেঁনেসা ক্লাব ও সিয়ামের উদ্যোগে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিয়ামের সভাপতি মো. আকবর আলী ও নির্বাহী

পরিচালক এড. মো.মাছুম বিল্লাহ, রেঁনেসা ক্লাবের কর্ণধার মাহাবুবুর রহমান মাহাবুব, কাশেমাবাদ সমাজ কল্যাণ পরিষদের কোষাধ্যক্ষ সানোয়ার হোসেন, প্রতিচ্ছবি ব্যান্ড এর প্রধান মুরাদ খান প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদেরকে তামাক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য বর্জনের আহবান জানান।

ধূমপান বিরোধী ছাতা র‍্যালি

সমস্বর প্রতিবেদক: জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসের মাসব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি হয়েছে ধূমপান বিরোধী ছাতা র‍্যালির মাধ্যমে। গত ২৪ অক্টোবর ২০২০, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে উক্ত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এবং টোবাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এর সম্মিলিত উদ্যোগে উক্ত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত জোটভূক্ত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে তারা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করে ৩০টিরও অধিক উপায়ে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে দেশীয় ও বহুজাতিক বিভিন্ন তামাক কোম্পানি। আইনের দূর্বল প্রয়োগ তামাক

কোম্পানিগুলোকে আইন লঙ্ঘনে আরো উৎসাহিত করছে। ফলে আগ্রাসী প্রচার-প্রচারণায় শিশু-কিশোর ও তরুণরা ধূমপানে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তামাকজনিত কারণে ক্ষয়-ক্ষতি ও মৃত্যুহার বাড়ছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করছে। আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সরকার প্রধানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আইন লঙ্ঘনকারী তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা উচিৎ ।

ঝিনাইদহে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৯ অক্টোবর ২০২১, জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে ঝিনাইদহে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে তামাক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৯ অক্টোবর ২০২১, চুয়াডাঙ্গায় প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে তামাক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছিলো 'জীবন বাঁচাতে তামাক

ছাড়ি, তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত করি।'

সাতক্ষীরায় জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন

সমস্বর প্রতিবেদক: সাতক্ষীরায় ৯ অক্টোবর জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট(বাটা), সীমান্ত উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সুন্দরবন ফাউন্ডেশন, প্রভা সংস্থা, মিডা, নারীকণ্ঠ, উদ্দিপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, সবুজ ফাউন্ডেশন এবং মৌমাছি'র যৌথ উদ্যোগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা পুলক কুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলার সিভিল সার্জন অফিসার ডা. মো. হুসাইন শাফায়াত।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর বিশ্বে ৬ কোটি মানুষ ধূমপানজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে যার মধ্যে ৬ লক্ষ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১৭ সালে প্রকাশিত গ্যাটস এর প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়ার পরও প্রতিবছর গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় প্রায় আড়াই কোটি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'ধূমপানমুক্ত বাংলাদেশ-২০৪০' বাস্তবায়নে বর্তমান আইন অনুযায়ী সকল পাবলিক প্লেসে ও গণপরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক এবং জনসমাগমস্থলে ধূমপান করা নিষিদ্ধ। এ আদেশ অমান্য করলে আইন অনুযায়ী জরিমানার আওতায় আনতে হবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগের বিষয়ে ডাস্ পরিচালিত ২০২০ সালের জরিপ অনুযায়ী ৩৮৬ জন মানুষের মধ্যে ৫২% মানুষ গণপরিবহণে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়েছে। পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের কারণে শাস্তির বিধান থাকলেও ৮৪% যাত্রীকে কখনও মোবাইল কোর্টের সম্মুখীন হতে দেখা যায়নি।

মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে তামাক বিরোধী বার্তাসহ ব্যানার স্থাপন

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১১ অক্টোবর ২০২১, মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সহযোগিতায় ৯ অক্টোবর জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক বার্তাসহ কালিতলাস্থ থানার মোড়ে আমির হোসেনের

দোকানসহ ৩টি দোকানে ব্যানার স্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যক্রমটির উদ্বোধন করেন সিভিল সার্জন দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার মো.সাইফুল ইসলাম ও জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার মো. নুরুল ইসলাম। ব্যানার স্থাপনের পূর্বে দোকানগুলোর বিজ্ঞাপন অপসারণ করা হয়। 'জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত করি' ৯ অক্টোবর জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে উক্ত কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক হলেও এই মূহুর্তে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে তামাক কোম্পানিগুলো। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুসারে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে কোভিডের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশী। তথাপি বিভিন্ন কৌশলে তামাক কোম্পানিগুলো ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘন করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কাজেই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। সচেতনতামূলক ব্যানার স্থাপন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও জোটভুক্ত সংগঠনের জেলা প্রতিনিধি মো. ইয়াকুব আলী, প্রভাতী সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. আলফাজ আলী, বন্ধন মহিলা উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা জলি বেগম ও দিনাজপুর জেলা রবিদাস সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সহ-সভাপতি লিখন রবিদাস প্রমুখ।

বগুড়ায় ' জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি ' সাইনবোর্ড ক্যাম্পেইন উদ্বোধন

সমস্বর প্রতিবেদক: তামাক কোম্পানির অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিরোধে বগুড়ায় সাইনবোর্ড স্থাপন ক্যাম্পেইন,'জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি, তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত করি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২৮

অক্টোবর ২০২১, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি)ট্রাস্ট বগুড়ায় অবস্থিত 'পেভ' সংস্থার যৌথ আয়োজনে এবং বগুড়া সিভিল সার্জন অফিসের সহযোগিতায় তামাক কোম্পানির অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিরোধে বগুড়া জেলায় বিভিন্ন দোকানে জনসচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, মেডিকেল অফিসার (সিএস অফিস) ডা. মো. ফারজানুল ইসলাম, স্টেনো দেবাশীষ সাহা, হিসাব রক্ষক মো. রওশন জামিল, ক্যাশিয়ার মো. সাকিল মিয়া, অফিস সহকারী মঈনুল ইসলাম এবং অফিস সহায়ক মোছা. নুরজাহান খাতুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পেভের জেলা সমন্বয়ক জি এম পারভেজ ড্যারিন।

তামাকবিরোধী সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন

সমস্বর প্রতিবেদক: সাভার সিভিল সার্জন, সাস, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং ডাব্লিউবিবি.ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে গত ৯ অক্টোবর ২০২১,

জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য 'জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি, তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত করি' বিষয়টিকে সামনে রেখে সাভারে ৩টি দোকান থেকে তামাকের বিজ্ঞাপন অপসারণ করে জনসচেতনতামূলক তামাক বিরোধী ব্যানার স্থাপন করা হয়।

পাবনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ক্যাম্পেইন পরিচালনা

সমস্বর প্রতিবেদক: শুচীতা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে পাবনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ক্যাম্পেইন পরিচালনা ও শহরের বিভিন্ন স্থানে তামাকজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জনসচেতনতামূলক ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

পাবনার শুচীতা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সহযোগিতায় এ ক্যাম্পেইন পরিচালনাকালে পাবনা কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল, পাবনা শহরের আব্দুল হামিদ সড়ক,ট্রাফিক মোড় ও বাণী- বীণা সিনেমা মোড়সহ বিভিন্ন জনবহুল স্থানে পান- বিড়ি ও চায়ের দোকানে 'জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি, তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত করি ' শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার টাঙানো হয় ।

সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে বিজ্ঞাপন অপসারণ

সমস্বর প্রতিবেদক: ঢাকা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো.মহসিন মিয়ার নেতৃত্বে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ করা হয়।

মেহেরপুরে তামাক বিরোধী ব্যানার স্থাপন

সমস্বর প্রতিবেদক: ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের উদ্যোগে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস পালন এবং জনসচেতনতামূলক তামাক বিরোধী ব্যানার স্থাপন করা হয় ।

পরোক্ষ ধূমপানের শিকার পাবলিক পরিবহণের যাত্রী

সমস্বর প্রতিবেদক: বিআরটিএ এবং বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মতে ঢাকা থেকে সারাদেশে প্রায় ত্রিশ আন্তঃ. জেলা বাস চলাচল করে যার মাধ্যমে প্রতিদিন প্রচুর যাত্রী বাস টার্মিনালগুলো দিয়ে যাতায়াত করছে। রাজধানী ঢাকায় ১৬৮টি রুটে ৪৫০০টি পাবলিক বাস চলাচল করে যার মাধ্যমে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী রাজধানীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়া আসা করে। যার ফলে ধূমপায়ীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত অসংখ্য অধূমপায়ী ব্যক্তি পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার হচ্ছে। GATS সার্ভে-২০১৮ অনুযায়ী প্রায় ৪৪% (২৫ মিলিয়ন) প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি পাবলিক পরিবহনে ভ্রমনকালে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন।

গৌরনদীতে তামাক বিরোধী ব্যানার স্থাপন ও লিফলেট বিতরণ

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১৭ অক্টোবর ২০২১, ধূমপান ও তামাকের ব্যবহার প্রতিরোধে বরিশালের গৌরনদীতে ধূমপান ও তামাক বিরোধী বিভিন্ন ব্যানার স্থাপন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। গৌরনদী উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা টার্গেট পিপলস ফর ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (টিপিডিও) এবং ওয়ার্ক ফর

এ বেটার বাংলাদেশ(ডাব্লিউবিবি)ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে উপজেলার ৩টি দোকানের বিজ্ঞাপন অপসারণ করে জনসচেতনতামূলক ব্যানার স্থাপন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন টিপিডিও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আলী বাবু, প্রোগ্রাম অফিসার সুজন শরীফ প্রমুখ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৩ অক্টোবর ২০২১, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, এইড ফাউন্ডেশন, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব), টোবাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের সম্মিলিত আয়োজনে জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের বর্তমান চিত্র এবং করণীয়' শীর্ষক গণমাধ্যমের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা, নাটাব এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক একেএম খলিল উল্লাহ, টিসিআরসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা। সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র নির্বাহী পরিচালক একেএম মাকসুদ এবং সভাটি সঞ্চালনা করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

উক্ত সভায় **একেএম মাকসুদ বলেন**, বর্তমান সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করে সর্বাধিক বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা চালাচ্ছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানি। পাশাপাশি অন্যান্য তামাক কোম্পানিগুলোও প্রায় বিনা বাঁধায় তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, টিসিআরসি, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট পরিচালিত ভিন্ন ভিন্ন গবেষণায় তামাকজাত দ্রব্যের মোট ৩১টি বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে। ধোঁয়াবিহীন তামাক কোম্পানিগুলোও প্রচারণার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। দীর্ঘ সময় ধরে নানা কৌশলে মানুষকে জর্দা, গুল, খৈনী ব্যবহারে উৎসাহিত করছে এ কোম্পানিগুলো।

একেএম খলিল উল্লাহ বলেন, তামাক বিরোধী আন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশ ও মানুষের কল্যাণে সাংবাদিকরা তাদের লেখনী শক্তির মাধ্যমে এ আন্দোলনকে আরো গতিশীল করতে পারে।

শাগুফতা সুলতানা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসছে না। এর অন্যতম কারণ, তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার রয়েছে। তিনি সরকারকে দ্রুত এ অবস্থান থেকে সরে আসার অনুরোধ জানান। টাস্কফোর্স কমিটিগুলো সক্রিয় করার মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলোকে জরিমানার পাশাপাশি শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

গাউস পিয়ারী বলেন, তামাকের বিজ্ঞাপন নয়, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর প্রচার বাড়াতে হবে। তরুণদের তামাক বিমুখ করতে হলে তামাকের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংস্থাগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।

হেলাল আহমেদ বলেন, তামাক কোম্পানি স্কুল-কলেজ, মার্কেট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হাজার হাজার ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন এবং এসব স্থানে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

ফারহানা জামান লিজা তার বক্তব্যে বলেন, তামাক পাতা দ্বারা ভ্যাকসিন আবিস্কারের গল্প শুনিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তামাক কোম্পানিগুলো। সিগারেট, বিড়িতে বিভিন্ন সুগন্ধি ব্যবহার, আকর্ষণীয় মোড়ক ও চটকদারী বার্তা এবং জর্দা গুলের প্রচারণায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে কাজে লাগাচ্ছে কোম্পানিগুলো। দেশে ই-সিগারেট জরুরিভাবে বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন সম্প্রীতি সোসাইটি'র কর্মকর্তা তুষার চন্দন,ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার, ডরপ্ এর মিডিয়া অফিসার আরিফ বিল্লাহ, ইটিভি-বাংলা'র প্রতিনিধি শেখ নূর ইসলাম, সাংবাদিক কোহিনূর তাজ পারভীন, 'হিল' এর প্রতিষ্ঠাতা জেবুন্নেসা চৌধুরী প্রমুখ।

তামাক কোম্পানিকে দেয়া রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রত্যাহারের আহ্বান

সমস্বর প্রতিবেদক: তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৯' দেয়ার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশে কর্মরত তামাক বিরোধী ২৯টি সংগঠন। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন এটা তার সাথে সাংঘর্ষিক। একইসঙ্গে যেভাবে তড়িঘড়ি করে হঠকারি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে তা অত্যন্ত লজ্জাকর। তাই অবিলম্বে প্রদত্ত পুরস্কার প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন তারা।

গত ৪ নভেম্বর তামাক বিরোধী ২৯টি সংগঠনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২০ এ তামাক বা তামাক জাতীয় পণ্যভিত্তিক বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কারের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম। কিন্তু যে বিবেচনায় এই নীতিমালায় তামাক কোম্পানিকে পুরস্কারের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে সেই একই বিবেচনায় ২০১৯ সালের রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারের জন্য তামাক কোম্পানিকে বিবেচনা না করলে তা হতো জনস্বার্থের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। তামাক কোম্পানিকে এই পুরস্কার প্রদান সুস্পষ্টভাবে পুরস্কার প্রদান নীতিমালার নৈতিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তামাক কোম্পানিকে পুরস্কার প্রদানের প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বলেন, রাষ্ট্রপতির নামে যে শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার এই পুরস্কার এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাওয়া উচিত যারা জনকল্যাণকর শিল্প উন্নয়নে অবদান রাখছে।

সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানানো ২৯টি সংগঠন হলো, এইড ফাউন্ডেশন, আর্ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি, বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট (বাটা), বিসিসিপি, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), বৃত্ত ফাউন্ডেশন, কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), সিএলপিএ ট্রাস্ট, ডেভেলপমেন্ট অ্যাকটিভিটিজ অব সোসাইটি(ডাস), ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর রুরাল পুওর, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস), নাটাব, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন, প্রজ্ঞা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিজান (সুপ্র), তামাকবিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল, উবিনীগ, উন্নয়ন সমন্বয়,ভয়েস, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও ইপসা।

তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের 'কৈবর্ত' সভাকক্ষে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে

আরও কিভাবে শক্তিশালী করা যায় এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের মাধ্যমে সরকারিভাবে আর্থিক বরাদ্দের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আমিনুল ইসলাম বকুলের সভাপতিত্বে সভায় অনলাইন এবং অফলাইনে জোটের ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, চট্টগ্রাম জেলার নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বাঘাইছড়িতে বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে তামাকের বদলে এখন হলুদের সমারোহ

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে এখন সরিষা চাষ হচ্ছে। দু'চোখ যেদিকে যায় শুধু সরিষা ফুলের সমারোহ, আর এই ফুলকে ঘিরে হাজার হাজার মৌমাছির ঝাঁক, প্রজাপতির আনোগোনা আকৃষ্ট করছে দর্শনার্থীদের। এছাড়া উপজেলার কৃষি বিভাগের পরামর্শে সরিষা ক্ষেতগুলোর পাশে বসানো হয়েছে সারি সারি মৌ-চাষের বাক্স। সরিষার ফুল থেকে মধু আহরণ করে এসব বাক্সে মৌমাছি বাসা বানাচ্ছে, মাসখানেক পরেই পাওয়া যাবে মধু।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় এবারই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ১৫৫ একর জমিতে দুশো কৃষক সরিষার আবাদ করেছেন। তেলবীজ, মধুর পাশাপাশি কৃষকরা সরিষা থেকে উন্নত গো-খাদ্যও তৈরি করতে পারবেন বলে আশাবাদী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

সারোয়াতলী ইউনিয়নের চাষি বরুণ বিকাশ চাকমা বলেন, আগে এই জমিতে তামাক চাষ করতাম, পরে জানতে পারলাম তামাক থেকে সরিষা চাষে বেশি লাভ। তাছাড়া তামাক খুবই ক্ষতি করে তাই কৃষি বিভাগের পরামর্শে আমি ৫ একর জমিতে সরিষা চাষ করেছি তার পাশাপাশি কিছু ভুট্টা ও মৌসুমি ফসল চাষাবাদ করেছি। ফলন খুবই চমৎকার হয়েছে আশা করছি সরিষা চাষে লাভবান হতে পারব।

বাঘাইছড়ি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কৃষিবিদ অলি হালদার বলেন, তামাক চাষ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কৃষি অফিস কৃষকদের সরিষার বীজ, সার, মধু সংগ্রহ করার বাক্স ইত্যাদি উপকরণ সহায়তা দিয়েছে। সরিষা চাষ করে খুবই লাভবান হওয়ার যায়। সরিষা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা, সরিষার শাক, সরিষা থেকে ভালো মানের তেল উৎপাদন এবং তেল নেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ গরুর খাদ্য হিসেবে খৈল খাওয়ানো হয়। এতে প্রচুর পুষ্টি থাকে। পরীক্ষামূলক ফলন ভালো হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর প্রকল্প হাতে নেওয়া যেতে পারে।

সৌজন্যে: অধিকার নিউজ

রাজস্ব ফাঁকি রোধে তামাকপণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৫ অক্টোবর, ২০২১ গুলশান লেক শোর হোটেলের ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চসেল

(টিসিআরসি) এর আয়োজনে 'রাজস্ব ফাঁকি রোধে তামাকপণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তনের এর প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর সভাপতি মোজাফ্ফর হোসেন পল্টুর সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন পাবনা-০১ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামছুল হক টুকু, গাইবান্ধা-০১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, নীলফামারী-০৩ আসনের সংসদ সদস্য রানা মোহাম্মদ সোহেল, উবিনীগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আখতার, সিটিএফকের লিড কনসালট্যান্ট মো. মোস্তাফিজুর রহমান, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস-এর কান্ট্রি ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন শেখ এবং এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন টোবাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা ও সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান।

ফারহানা জামান লিজা তার প্রবন্ধে বলেন, ৮টি ধাপে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা ও ৬৪টি উপজেলার ২৬৫টি বাজার হতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স মনিটরিং করা হয়। সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা, গুলের মোট ১০,০৭৪ টি তামাকপণ্যের মোড়কের উপর মনিটরিং করা হয়। মূলত রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া ও ব্যবহারকারীকে ধোঁকায় ফেলানোর জন্য এ রকম মোড়ক ব্যবহার করা হয়। তামাক পণ্যের মোড়কীকরণের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হতে পারে 'স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং' প্রবর্তন।

সভাপতির বক্তব্যে **মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু** বলেন, জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধিরা এখন তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ শুরু করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রশাসনিক পর্যায়ে অনেক সিদ্ধান্ত হচ্ছে তামাকের প্রসারের জন্য। যা তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার সাথে সাংঘর্ষিক। তামাক কোম্পানিতে রাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্ব রেখে তামাকমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব নয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে **এডভোকেট শামছুল হক টুকু** বলেন, তামাকের চাহিদা কমাতে, তামাকের উৎপাদন কমাতে হবে। তামাক কোম্পানিগুলো নানাভাবে রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে। এ ফাঁকি রোধে তামাকপণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তামাকের ব্যবসা বন্ধ হচ্ছে কিন্তু সেখানে বাংলাদেশে নতুন তামাকের বিনিয়োগ বাড়ছে তা আমাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের দেশে তামাক পণ্য খুব বেশি সহজলভ্য। তামাকপণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তন দেশে রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাকের ব্যবহার কমবে।

রানা মো. সোহেল একই প্রসঙ্গে বলেন, তামাক উৎপাদনের সাথে জড়িত। তারা নানাভাবে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাঁধা তৈরি করবে। কিন্তু সরকার দেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। তবে রাজস্ব ফাঁকি রোধে তামাকপণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে। সেমিনারে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, ডাস্, নাটাব, সিটিএফকে, তাবিনাজ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ Municipal Association of Bangladesh (MAB) এর সাধারণ পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্যসূচিতে 'স্থানীয়নির্দেশিকা' বাস্তবায়ন বিষয়ে এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আগামী বৈঠকে এই গাইডলাইন বাস্তবায়নে অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য গত নভেম্বর মাসে এ বিষয়ে MAB র কার্যকরী সভাপতি সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী আব্দুল গনি'র সাথে এইডের প্রকল্প কর্মকর্তা আবু নাসের অনীকের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

জামালপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন জেলা টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২১, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে জামালপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন জেলা টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মুর্শেদা জামান।

জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন সিভিল সার্জন চিকিৎসক প্রণয় কান্তি দাস, অতিরিক্ত জেলা নির্বাহী হাকিম আব্দুল্লাহ আল মামুন বাবু, জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, জামালপুর প্রেসক্লাবের সদস্য ও বাংলার চিঠি ডটকম এর সম্পাদক জাহাঙ্গীর সেলিম, নাটাব সভাপতি তানভীর হীরা, জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা আনিছুর রহমান প্রমুখ। সভায় জনবহুল স্থানে ধূমপানবিরোধী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা, তথ্য অফিসের মাধ্যমে ধূমপান ও মাদক বিরোধী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা, তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করা, বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণা চালানোসহ নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

যশোর জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: যশোর জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির উদ্যোগে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ , যশোর জেলার

জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সভাপতি জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি, যশোর, মোহাম্মদ তমিজুল ইসলাম খান। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মোহাম্মদ সায়েমুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে যশোর জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জেলার অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. গিয়াস উদ্দীন।

সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :

১। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।

২। সকল ডাক্তারদের প্রদানকৃত প্রেসক্রিপশনে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও এর ক্ষতি বিষয়ক তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

৩। তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে ও স্থানীয় সরকারের গাইডলাইন বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪। ইসলামী ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সকল মসজিদের ইমামদের খুতবায় তামাকের ক্ষতি বিষয়ে আলোচনা করা।

৫। এফসিটিসি এর আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে সকল সরকারি কর্মকর্তাদের গুরুত্বারোপ করা।

৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের উপর নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।

৭। যশোরের সকল প্রতিষ্ঠানে নো- স্মোকিং সাইনেজ নিশ্চিত করা।

এছাড়াও তামাক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সভায় যশোর জেলার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে টাস্কফোর্স কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২১, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ এর সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। টাস্কফোর্স

কমিটির সভাপতি জনাব আসাদুজ্জামান রিপন এর সভাপতিত্বে উক্ত সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সদর উপজেলার অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

১। তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে প্রচার প্রচারণার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে

২। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ করার জন্য নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।

৩। তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে ও স্থানীয় সরকারের গাইডলাইন বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

উক্ত সভায় মেহেরপুর সদর উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাটে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রয়ন আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: বাগেরহাটে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রয়ন আইন বাস্তবায়ন

টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এসময় জেলাতে তামাক নিয়ন্ত্রন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, মোবাইল কোর্ট

পরিচালনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির দোকান না থাকা, ধূমপান রোধ করা ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সভাতে জেলা সিভিল সার্জন, জেলা পুলিশ সুপার এর প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে এফসিটিসির গুরুত্বপূর্ণ ধারা অনুপস্থিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৭ ডিসেম্বর ২০২১, 'Tobacco Control Laws in Bangladesh: Analysis of Gaps and Proposed Reforms' শীর্ষক গবেষণার ফলাফল রাজধানীর সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে প্রকাশ করা হয়।

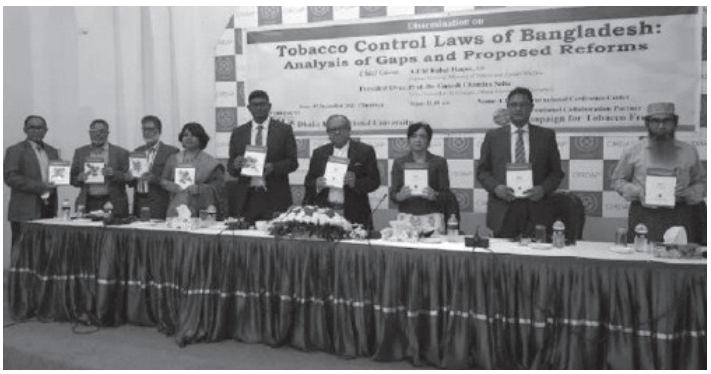

বাংলাদেশের বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি'র বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অনুপস্থিতরয়েছে। বিশেষ করে পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে স্মোকিং জোন, বিক্রয়স্থলে তামাকপণ্য প্রদর্শন এবং তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (সিএসআর) প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ না থাকায় আইনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এছাড়া আইনটিকে আন্তর্জাতিকভাবে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে হলে এটি সংশোধন করে যুগোপযোগী এবং শক্তিশালী করা অতীব জরুরি। ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে) এর সহায়তায় ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র আইন বিভাগ পরিচালিত গবেষণায় এই ফলাফল উঠে এসেছে। ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আ. ফ. ম. রুহুল হক এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ) কাজী জেবুন্নেছা বেগম, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী ও অতিরিক্ত সচিব হোসেন আলী খোন্দকার এবং ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে) এর সাউথ এশিয়া প্রোগ্রামের রিজিওনাল ডিরেক্টর বন্দনা শাহ্। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. গণেশ চন্দ্র সাহা। গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং টোবাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল এর প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এম.পি। আলোচনা পর্বে অংশ নেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে), বাংলাদেশ এর লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমানসহ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, তামাক বিরোধী সংগঠন এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড

সমস্বর প্রতিবেদক: ধূমপানমুক্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নাগরিক গড়ে তুলতে অল্প বয়সীদের কাছে সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। গত ৯ ডিসেম্বর ২০২১, দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ধূমপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে কঠোর ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে তরুণদের কাছে সিগারেট ও তামাকপণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

নিউজিল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. আয়েশা ভেরাল বলেন, 'আমরা নিশ্চিত করতে চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনোই ধূমপান শুরু করবে না।' আইনটি পাস হলে এবং আগামী বছর থেকে কার্যকর হলে দেশটিতে ১৪ বছর বয়সী কিংবা ২০০৮ সালের পর জন্মগ্রহণকারী কারও কাছে সিগারেট ও তামাক পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ হবে। বিশ্বের নেতৃস্থানীয় এই সংস্কারককে স্বাগত জানিয়ে চিকিৎসক এবং অন্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এর ফলে তামাক পাওয়া কমবে এবং সিগারেট থেকে নিকোটিন সরিয়ে ফেলবে। ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জ্যানেট হুক বলেন, 'এটা মানুষকে (সিগারেট) ছেড়ে দিতে কিংবা কম ক্ষতিকারক পণ্য ব্যবহার করতে সহায়তা করবে এবং তরুণ জনগোষ্ঠীকে নিকোটিনে আসক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।' ২০২৫ সাল নাগাদ ধূমপায়ীর হার ৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে চায় নিউজিল্যান্ড। পর্যায়ক্রমে ধূমপান নির্মূলের লক্ষ্যও রয়েছে তাদের। বর্তমানে দেশটির প্রাপ্তবয়স্কদের ১৩ শতাংশ ধূমপায়ী। এক দশক আগে এই হার ছিল ১৮ শতাংশ। তবে দেশটির মাওরি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই হার অনেক বেশি প্রায় ৩১ শতাংশ। এদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর হারও বেশি।

সৌজন্যে: বাংলা ট্রিবিটিউন

' তামাক চাষ ও কোম্পানির প্রভাব ' শীর্ষক বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসকে সামনে রেখে গত ৭ অক্টোবর ২০২১, প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, সিয়াম, সাফ, এইড

ফাউন্ডেশন ও মৌমাছির উদ্যোগে ভার্চুয়াল মাধ্যমে 'তামাক চাষ ও কোম্পানির প্রভাব' শীর্ষক খুলনা বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আলী হাসান উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা, বিশেষ অতিথি তালহা জুবাইর মাসরুর, উপজেলা কৃষি অফিসার, চুয়াডাঙ্গা, রমেশ চন্দ্র ঘোষ, উপজেলা কৃষি অফিসার, মীরপুর, কুষ্টিয়া, পুলক কুমার চক্রবর্তী সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা। সভায় বক্তারা বলেন, এসডিজি অর্জনে বড় বাঁধা হচ্ছে তামাক চাষ। তামাক চাষ থেকে কৃষি কর্মকর্তাদের বিরত রাখার জন্য কোন ধরণের আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রনের বিষয়টি আরো জোরালো করা প্রয়োজন।

ডাস্, বিআরটিএ এবং ডিটিসির সম্মিলিত উদ্যোগে ঢাকা নগর পরিবহন ধূমপানমুক্ত

সমস্বর প্রতিবেদক: সমস্বর প্রতিবেদক: ঢাকা নগর পরিবহন বাস রুট পাইলটিংয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ , মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডে দ্যা ইউনিয়নের সহায়তায় ডেভলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস্), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)'র সম্মিলিত

উদ্যোগে ঢাকা নগর পরিবহন এর বাসে ধূমপান বিরোধী স্টিকার লাগানোসহ ব্যানার প্রদর্শন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)'র প্রধান নির্বাহী জনাব নীলিমা

আখতার, ডিটিসিএ'র সাবেক প্রধান নির্বাহী জনাব খন্দকার রাকিবুজ্জামান, ঢাকা নগর পরিবহনের পক্ষে ট্রান্সসিলভা পরিবহনের চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ রেজাউল করিম এবং ডাসের পক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প'র প্রকল্প পরিচালক জনাব দোয়া বখ্শ শেখসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ডিটিসিএ'র প্রধান নির্বাহী জনাব নীলিমা আখতার ডাসের ধূমপান বিরোধী কার্যক্রমগুলোকে প্রশংসা করেন। তিনি উক্ত কাজের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার মাধ্যমে ঘাটারচর হতে কাঁচপুর পর্যন্ত নতুন বাস সার্ভিসের সব বাসগুলিকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন। ঢাকা নগর পরিবহনের পক্ষে ট্রান্সসিলভা পরিবহনের চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ রেজাউল করিম গাড়িগুলিতে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত জায়গায় নির্ধারিত মাপ অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত স্থায়ী সাইনেজ লাগানোর নির্দেশ দেন এবং এ বিষয়ে ডাসের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি ঢাকা নগর পরিবহনের পাশাপাশি তার নিজস্ব গাড়ি ট্রান্সসিলভাকে ধূমপানমুক্ত করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

ডেভলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটির (ডাস্) ধূমপান নিয়ন্ত্রণ বিষয় নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৫ অক্টোবর ২০২১, ডেভলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস্) এর প্রকল্প পরিচালক জনাব দোয়া বখশ্ শেখের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল বিআরটিসি ভবনে বিআরটিসির পরিচালক (কারিগরী) জনাব কর্ণেল মো. জাহিদ হোসেন ও বিআরটিসির সচিব জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমানের সাথে পৃথক দুটি অধিপরামর্শ সভা করে। সেখানে বিআরটিসি'র SEIP প্রকল্পের আওতাধীন প্রশিক্ষণ মডিউলে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত, সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু ও স্বেচ্ছাসেবক জনাব রমজান হোসেন ইমরান উপস্থিত ছিলেন ।

' গণপরিবহনে ধূমপান বন্ধকরণে গাড়ি চালকদের করণীয় ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সমস্বর প্রতিবেদক: বেসরকারি নাগরিক সংগঠন ডেভলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটির (ডাস্) উদ্যোগে গত ১ নভেম্বর ২০২১, মিরপুর-১২, ঢাকায় বিআরটিসির SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থী গাড়ি চালকদের' গণপরিবহনে ধূমপান বন্ধকরণে গাড়ি চালকদের করণীয় ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে ধূমপানের ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক এবং সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনা হয়।

ডাসের পক্ষে কর্মশালায় ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের

সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু এবং সহযোগী হিসেবে ছিলেন শাহরুখ বিন সিরাজ (শোভন)।

ধূমপান বিরোধী ফলোআপ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: ডেভলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি - ডাস্ের উদ্যোগে ২৯ নভেম্বর ২০২১, গাবতলী বাস টার্মিনালে ঢাকা জেলা

যানবাহন শ্রমিক মালিক সংগঠনের সাথে ধূমপান বিরোধী ফলোআপ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে গাবতলী বাস টার্মিনালের মহাব্যবস্থাপক জনাব জাহিদ হাসান এবং ইজারাদার জনাব কামাল আহমেদ সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ডাসের পক্ষে সংগঠনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু, রবিউল আলম , ভলান্টিয়ার ইমরান ও শোভন উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ পৌরসভায় পৃথক লাইসেন্সিং ব্যবস্থা শুরু

সমস্বর প্রতিবেদক: ঝিনাইদহ পৌরসভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলতি বছরের আক্টোবর মাসে ঝিনাইদহ পৌরসভা কার্যালয় হতে ১৬০ টি এ লাইসেন্স সংগ্রহ করেন ব্যবসায়ীরা। পৌর এলাকার যে সমস্ত দোকানে তামাক জাতদ্রব্য বিক্রয় করা হয় ও বিক্রয় কেন্দ্রে কোন কোন ধরণের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে সেগুলো তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল

জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে উক্ত জরিপে মোট ৬৮৭ টি দোকানে চুড়ান্ত ট্যাক্স ভায়োলেশন তালিকা মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুর কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অক্টোবর মাস পর্যন্ত পৌরসভা হতে মোট ১৬০ টি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের স্বতন্ত্র লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব মোস্তাক আহম্মেদ এবং লাইসেন্স অফিসার আকরাম হোসেন বলেন এইড ফাউন্ডেশন কর্তৃক সরবরাহকৃত 'ট্যাক্স ভায়োলেশনের তালিকা' অনুযায়ী সকল দোকানদারকে পর্যায়ক্রমে স্বতন্ত্র লাইসেন্সের আওতায় আনা হবে। সকল দোকান লাইসেন্সিং এর আওতায় নিয়ে পরবর্তীতে বিক্রয় কেন্দ্রের পরিমান কমিয়ে দেওয়া হবে।

সিঙ্গাইর পৌরসভায় লাইসেন্স ইস্যু

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৩০ নভেম্বর ২০২১ , সিঙ্গাইর পৌরসভার মেয়র আবু নাইম মো . বাশার এর সাথে এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা আবু নাসের অনীক এর দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় মেয়র মহোদয় অবগত করেন, ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণে পৌরসভায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে সিগারেটের দোকান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এইড ফাউন্ডেশনের সাথে সিঙ্গাইর পৌরসভা যৌথভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভায় পৌরসভার সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর বিষয়ক সভা

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৮ নভেম্বর ২০২১, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার ৮ এর ১ ধারা অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে পৃথক লাইসেন্স প্রদান করা প্রসঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভা

অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কুষ্টিয়া পৌরসভার সচিব মহোদয় জনাব মো. কামাল উদ্দীনের সাথে এইড ফাউন্ডেশনের এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী জনাব অ্যাড. মো. নাছির উদ্দীন বিশ্বাস এবং দিপ্তানিয়া সমাজ কল্যান সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক জনাব আফরোজা সুলতানার এ আলোচনা হয়। সভায় ঝিনাইদহ পৌরসভা হতে ইস্যুকৃত স্বতন্ত্র লাইসেন্সের ফটোকপি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রদান করা হয়। সচিব পৌরসভার আগামী মাসিক সভাতে বিষয়টি উপস্থাপন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২১, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইন্সটিটিউট এর পরিচালক মহোদয় অধ্যাপক ডা. সৈয়দ সফি আহমেদের সাথে একটি দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন এইডের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা ও প্রোগ্রাম অফিসার আবু নাসের অনীক।

গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সেলান মহোদয় এর সাথে একটি দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন এইডের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের পিডি শাগুফতা সুলতানা ও পিও আবু নাসের অনীক। আলোচনায় তাঁকে অবহিত করা হয় কর তফসিল অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তামাক কোম্পানি ও এজেন্টের লাইসেন্স ফি ৫

হাজার টাকা হলেও বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স ফি ৩৫ হাজার টাকা, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৭ হাজার ৫শ টাকা, হেলথ ক্লাবের জন্য ৫ হাজার টাকা। যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর তার লাইসেন্স ফি কম অন্যদিকে যা উপকারী তার লাইসেন্স ফি তার তুলনায় অনেক বেশি। তিনি বিষয়টি শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে আলোচনা করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সুপার শপ হতে সিগারেটের বিজ্ঞাপন অপসারণ ও বিক্রয় বন্ধ!

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১৭ অক্টোবর ২০২১, সুপার শপ প্রিন্স বাজার লি. মোহাম্মদপুর রিংরোড শাখা পরিদর্শনকালে এইডের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের একটি প্রতিনিধি দল দেখতে পায় ' স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার ' নির্দেশনা ভঙ্গ করে সিগারেট বিক্রি ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করছে। তাৎক্ষনিকভাবে তিনি বিজ্ঞাপন অপসারণ করেন, সে স্থানে নো স্মোকিং সাইন, স্টিকার লাগান। তিনি জানান, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এখন থেকে শপে সিগারেট বিক্রি করবেন না।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুসারে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২২ নভেম্বর ২০২১, এইড ফাউন্ডেশন, লেডিস অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার (লফস) ও তামাক বিরোধী জোটের যৌথ উদ্যোগে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে শরিৎ দত্ত গুপ্ত হল রুমে তামাক নিয়ন্ত্রণে এলজিআই গাইডলাইন অনুসারে লাইসেন্সিং

ব্যবস্থা কার্যকর বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড.এবিএম শরীফ উদ্দিন সভাপতিত্ব করেন এবং সভাটি সঞ্চালনা করেন এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা আবু নাসের অনীক। লফসের নির্বাহী পরিচালক শাহনাজ পারভীন সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উক্ত সভার

আলোচনার বিষয়বস্তু সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। অতিথি হিসাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিটি কর্পোরেশনের সচিব জনাব মো. মশিউর রহমান, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব আবু সালেহ মো. নূর-ই-সাইদ, প্রধান কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট অফিসার জনাব মো. আজিজুর রহমান ও সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মো. ইমরানুল হক।

অতিথিবৃন্দ তাদের আলোচনায় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার ঘোষণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা একটি কার্যকর উদ্যোগ। এই নির্দেশিকার আলোকে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় সীমিতকরণে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রেতাদের পৃথকভাবে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনলে অনেকাংশেই তামাকজাতদ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে। বিক্রয় সীমিতকরণ করা সম্ভব হলে এর ব্যবহারও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে আসবে। সভার সভাপতি সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অবিলম্বে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে কার্যকর করা হবে। এমনকি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের দোকান অপসারণ করা হবে।

রাজস্ব ফাঁকি রোধ করবে তামাক পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২১, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র নসরুল হামিদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা তামাক পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং রাজস্ব ফাঁকি রোধ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। টোবাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভির্সিটি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট যৌথভাবে উক্ত সেমিনার আয়োজন করে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর ফোকাল পার্সন অধ্যাপক ড. রুমানা হক। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এর কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দিন শেখ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস. এম আবদুল্লাহ, যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা। সেমিনারে সঞ্চালনা ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন

টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ সেলের সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টোবাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেলের (টিসিআরসি) প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা।

প্রবন্ধে ফারহানা জামান লিজা বলেন, দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠী বয়সে তরুণ এবং এরাই তামাক কোম্পানিগুলোর প্রধান টার্গেট। সস্তা ও সহজলভ্যতার কারণে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার ও তামাকজনিত ক্ষয়-ক্ষতি অনেক বেশি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ধোঁয়াযুক্ত তামাক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ছিল ২৬,৩৫৫ কোটি টাকা যেখানে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ছিল মাত্র ৩১.৯৯ কোটি টাকা। মূলত ধোঁয়াবিহীন তামাকের রাজস্ব আদায়ে উদাসীনতা, অধিকাংশ তামাক কোম্পানি করের আওতায় না থাকা ইত্যাদি কারণে ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহারকারী বেশি হওয়া সত্ত্বেও এর থেকে সেই অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা যাচ্ছে না। তামাক পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং এর মাধ্যমে দেশের ছোট বড় সকল তামাক কোম্পানিকে করের আওতায় আনা সম্ভব।

একই প্রসঙ্গে সুশান্ত সিনহা বলেন, তামাকের কর বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আসলে চোরাচালান বৃদ্ধি ও সরকারের রাজস্ব কমে যাওয়ার বিষয়টি সামনে আনা হয়। কিন্তু, আসল চিত্র ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো কোম্পানির কূটকৌশল। ২০২০-২১ অর্থবছরে জর্দা থেকে রাজস্ব বেড়েছে প্রায় ৮.৭৫ কোটি এবং গুল থেকে বেড়েছে ১.৩১ কোটি টাকা। রাজস্ব বোর্ডের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য উপস্থাপন ও আধুনিক করনীতি বাস্তবায়ন করা গেলে ধোঁয়াবিহীন তামাক কোম্পানিগুলোর রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা যাবে। এর মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায় আরো বাড়ানো সম্ভব।

নাসির উদ্দিন শেখ তার বক্তব্যে বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়া নিকৃষ্টতম। আমাদের দেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং আসক্তির কারণে এগুলোর ব্যবহারও বেশি। এছাড়াও তামাক কোম্পানিগুলোকে ওপেন লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলছে এবং পঙ্গু করে ফেলছে। কর বৃদ্ধিসহ সকল প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপের কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে পৌঁছাতে পারছি না।

এস এম আব্দুল্লাহ্ বলেন, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং এর দু'টি ভালো দিক রয়েছে। সেটি হচ্ছে- কর বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা। যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে সফলতা এসেছে। এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশেই তামাক নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গীকার রয়েছে। যা কাজে লাগাতে হবে। তামাক পণ্যের 'প্যাকেজিং' ও 'সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী' এর বাস্তবায়ন বাজার মনিটরিং জরুরি। তামাক পণ্যের কর আদায়ের পদ্ধতি আধুনিকীকরণ জরুরি। এক্ষেত্রে 'ট্র্যাকিং' ও ' ট্রেসিং' পদ্ধতি কাজে লাগাতে হবে।

আমিনুল ইসলাম বকুল বলেন, তামাকজাত দ্রব্য খুচরা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং প্রবর্তন বিষয়ে দেশে কাজ চলছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিষয়ে একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে। প্যাকেজিংয়ের দূর্বলতার কারণে

তামাকের কর আদায়ে নানান জটিলতা দেখা দিচ্ছে। দূর্বলতা নিরসনে এনবিআরের প্রতি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান তিনি। পাশাপাশি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে আরো শক্তিশালী করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

হেলাল আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, তামাকের কর বৃদ্ধিতে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে। কর বৃদ্ধিতে সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দিলেও বাজেটে সেটার প্রতিফলন দেখা যায় না। কারণ, সরকারের মধ্যেই কিছু ব্যক্তিবর্গ আছেন, যারা তামাক কোম্পানির স্বার্থে কাজ করে।

অধ্যাপক ড. রুমানা হক বলেন, মোড়কে সাইজের ভিন্নতার কারণে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যে 'ব্যান্ডরোল' বসানো যায় না বলে কর ফাঁকির সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 'এমপাওয়ার প্যাকেজ' কাজে লাগাতে হবে বলে জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে **সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন**, তামাক কর আদায়ের স্তর ও প্রক্রিয়া সংশোধন ও তামাক কর ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণে সমস্যা দুর করতে হবে। এনবিআরসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তামাক কোম্পানির কর ফাঁকির বিষয় ও আমাদের প্রস্তাবনা সহজভাবে তুলে ধরতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন, খুচরা ও খোলা তামাক পণ্য বিক্রয় বন্ধ ও কর ফাঁকি বন্ধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে এনবিআরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

সরকারের শেয়ার তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় বাঁধা সৃষ্টি করছে

সমস্বর প্রতিবেদকঃ তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় বাঁধা বলে মন্তব্য করেছেন আর্ক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী

পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক। রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশে অবৈধ সিগারেট বিক্রি ও উৎপাদনের মাত্রা বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশকালে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২১, ড. রুমানা এমন মন্তব্য করেন। একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ। যুক্তরাজ্যের গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেস রিসার্চ ফান্ডের টোবাকো কন্ট্রোল ক্যাপাসিটি প্রোগ্রামের তত্ত্বধানে উক্ত সভার আয়োজন করা হয়।

সেন্টমার্টিনকে ধূমপান মুক্ত করতে পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সভা

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১, সেন্টমার্টিনকে ধূমপান মুক্ত করতে বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন কাজী জেবুন্নেসা বেগম, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মানস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরুপ রতন চৌধুরী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ

সেল এর সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকারসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ। সোমবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিতে বলা হয়েছে। সংসদীয় কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের কক্সবাজার, কুয়াকাটা সৈকতে দূষণের একটা বড় কারণ সিগারেটের বাট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরও তামাকপণ্য ব্যবহার কমানো নিয়ে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা ধূমপানমুক্ত দ্বীপ করতে চাই। সংসদীয় কমিটির সুপারিশের সঙ্গে পরিবেশ মন্ত্রণালয় 'একমত' হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের চিঠি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মন্ত্রণালয়। সাবের হোসেনের সভাপতিত্বে এই বৈঠকে কমিটির সদস্য পরিবেশমন্ত্রী মো.শাহাব উদ্দিন ও উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অংশ নেন কমিটির সদস্য তানভীর শাকিল জয়, মো. রেজাউল করিম বাবলু, খোদেজা নাসরিন আক্তার হোসেন ও শাহীন চাকলাদার।

'কেমন তামাক কর চাই' শীর্ষক সিরিজ টকশো অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদকঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে

তামাকমুক্ত করার যে প্রত্যয় জানিয়েছেন সে লক্ষ্য অর্জনে একটি শক্তিশালী 'তামাক কর নীতি' প্রণয়ন জরুরি। তামাক কর নীতি প্রণয়নে সরকারের কাজকে সহজতর করতে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) ও অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) এর তামাক কর প্রকল্পের অধীনে 'জাতীয় তামাক কর নীতির' একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিইআর ও বিএনটিটিপি যৌথভাবে গত ২৭ নভেম্বর ২০২২,'কেমন তামাক কর চাই' শিরোনামে সিরিজ টকশোর আয়োজন করে।

তামাকজাত দ্রব্যের লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাতিলের কূটকৌশলে তামাক কোম্পানি

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৩ নভেম্বর ২০২১ , বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, এইড ফাউন্ডেশন ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর সমন্বিত আয়োজনে প্রকল্প

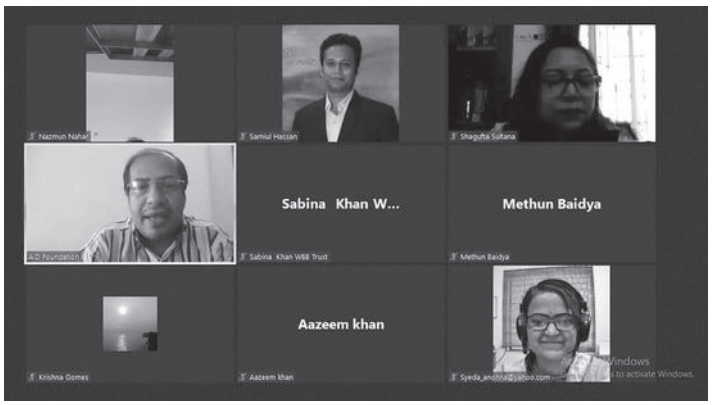

পরিচালক শাগুফতা সুলতানার সভাপতিত্বে এবং বাটা সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমানের সঞ্চালনায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচকরা বলেন, যে সমস্ত দেশে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় সীমিতকরণে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেসকল দেশে তামাক কোম্পানিগুলো এটা বাতিল করার জন্য নানা ধরনের কূটকৌশলে লিপ্ত। তামাক কোম্পানীগুলো নীতিনির্ধারকদের ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তামাক নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশ্বের কিছু দেশের ন্যায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সিং সিস্টেম সংক্রান্ত পদক্ষেপ তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অবস্থানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সুদৃঢ় করেছে। উক্ত সভায় তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সারা বিশ্বে অত্যন্ত কার্যকর এই লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাতিলের ষড়যন্ত্র রুখে দেবার জন্য তামাক বিরোধী সকল সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ক্যাম্পেইন

সমস্বর প্রতিবেদক: আইন লঙ্ঘনকারী তামাক কোম্পানিগুলোকে শাস্তির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ২৪ নভেম্বর

২০২১, একটি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রায়েরবাজার ও শংকর বাসস্ট্যান্ডের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক এ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। ক্যাম্পেইনে বক্তারা বলেন, সারাদেশে ব্যাপক হারে যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে তরুণদের তামাক ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের বিধান রেখে ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করেছে সরকার। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অবমাননা করে তামাক কোম্পানিগুলো আগ্রাসীভাবে তাদের বিজ্ঞাপন প্রচার অব্যাহত রেখেছে। ক্যাম্পেইনটি পরিচালনার সময় দোকানের মালিকগণ স্ব-ইচ্ছায় তাদের দোকান থেকে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ করেন। এ সময়ে আশেপাশে অবস্থিত দোকানের ক্রেতা এবং পথচারীরা এই ক্যাম্পেইনটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেন। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা আজিম খানের নেতৃত্বে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের কর্মকর্তা নাজমুন নাহার, প্রমা সাহা, আরিফ হোসেন, ট্রিজা কৃষ্ণা গমেজ, সাগর আবু হুরায়রা, রাকিবা রিমা প্রমুখ।

সিগারেট কোম্পানির চক্রান্ত প্রতিহত করুন

সমস্বর প্রতিবেদক: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আরো কয়েকটি বিষয় তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এর মধ্যে তামাকজাত পণ্য বিক্রয়কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্সিং প্রথা বাধ্যতামূলক করা অন্যতম। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতালসহ সরকারি বেসরকারি অফিসের সামনে যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্র দেখা যায় যা আইনগতভাবে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য। যা ধূমপানের প্রতি আকৃষ্ট করছে আশংকাজনকভাবে। গত ১০ নভেম্বর ২০২১, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও এইড ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে সিগারেট বিক্রয় নিষিদ্ধে স্থানীয় সরকারের উদ্যোগ বন্ধে সিগারেট কোম্পানির চক্রান্ত প্রতিহত করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা ও পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলনের সভাপতি জনাব আবু নাসের খানের সভাপতিত্বে ও এইড ফাউন্ডেশনের আবু নাসের অনীকের সঞ্চালনায় উক্ত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক একেএম মাকসুদ, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহকারি অধ্যাপক বজলুর রহমান, নাটাব এর প্রকল্প সমন্বয়ক খলিলুর রহমান, বিইআর (ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়)'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

তামাক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ক্রিকেটের দরপত্র কিনতে পারবে না

সমস্বর প্রতিবেদক: প্রায় দুই বছর বিরতির পর আবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ আয়োজনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হয়েছে। দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জমজমাট এই আসরের জন্য এরই মধ্যে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। গত ২২ নভেম্বর ২০২১ , বাকি ছয়টি দলের জন্য ফ্রাঞ্চাইজির খোঁজে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি দেয় বিসিবি। যেখানে তারা নতুন ছয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য দরপত্র আহ্বান করেন। এক্ষেত্রে কিছু শর্তও রাখা হয়। তামাক, মদ, জুয়া, অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান দরপত্র কিনতে পারবে না। এছাড়া বিসিবি ও আইসিসি থেকে নিষিদ্ধ এমন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিপিএলের কোনো দলের মালিকানা কিনতে পারবে না।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের টিআইআই মনিটরিং টিমের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১৬ অক্টোবর ২০২১ ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের টিআইআই মনিটরিং টিম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারের তথ্য বাতায়ন ওয়েব সাইটে দেখতে পায় যে, সেখানে যশোরের নাভারন ইউনিয়নের আকিজ বিড়ি কোম্পানির তথ্য দেওয়া রয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত

করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বরাবর একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর একটি প্রতিনিধি দল খুলনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এবং উপসচিব মো. ইউসুপ আলী মাসুদ এর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে বিষয়টি অবহিত করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মহোদয় তাৎক্ষণিক বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে ওয়েব সাইট থেকে আকিজ বিড়ি কোম্পানির তথ্য অপসারণ করে ফেলেন।

'তামাকমুক্ত দেশ গড়ার উদ্যোগ: কোম্পানির অপকৌশল' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২১, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) ও এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'তামাকমুক্ত দেশ গড়ার উদ্যোগ: কোম্পানির অপকৌশল' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) অধ্যাপক ডা.এম ইকবার আর্সনালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প

পরিচালক শাগুফতা সুলতানা এবং আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের (বাটা) সমন্বয়ক সাইফুদ্দিন আহমেদ, আইনজীবি ও নীতি বিশ্লেষক এ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম , 'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ।

আলোচকরা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা। এই ঘোষণাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' প্রণয়ন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর আওতায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ বিভিন্ন দেশ অনেক আগেই এই কার্যক্রম করা শুরু হয়েছে। এর প্রভাব ইতিমধ্যে এ সমস্ত দেশে দেখা যাচ্ছে। BMJ জার্নালে প্রকাশিত তথ্যানুসারে, লাইসেন্সিং ব্যবস্থার কারণে ফিনল্যান্ডে পয়েন্ট অফ সেলের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ২৮%, ক্যালির্ফোনিয়া কাউন্টিতে ৩১% এবং হাঙ্গেরিতে ৮৩%। অস্ট্রেলিয়াতে লাইসেন্স ফি ১৩ ডলার থেকে বাড়িয়ে ২০০ ডলার করায় খুচরা বিক্রেতার সংখ্যা এক ধাক্কায় কমে গেছে ২৩.৭%। যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে ৮%, ফিলাডেলফিয়াতে ৯.৮% হ্রাস পেয়েছে। দেশেও বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (পৌরসভা) লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর করা শুরু করেছে এবং এর ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে তামাক কোম্পানি এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ ভঙ্গ করে নানা ধরনের চালাচ্ছে লাইসেন্সিং ব্যবস্থাকে অকার্যকর করার জন্য। নীতিনির্ধারক পর্যায়ে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। সিটি কর্পোরেশনের ও পৌরসভার কর তফসিল পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখবো, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের কোম্পানির লাইসেন্স ফি ৫ হাজার টাকা, এজেন্টের ৫ হাজার টাকা, খুচরা বিক্রেতার ৫শ-৩শ টাকা। অন্যদিকে প্রাইভেট হাসপাতালের জন্য ৩৫ হাজার টাকা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৭ হাজার ৫শ টাকা, হেলথ ক্লাব ৫ হাজার টাকা।

এদের মধ্যে সবচেয়ে আয় বেশি তামাক কোম্পানির এবং লাইসন্সে ফি সবচেয়ে কমও তাদের। যারা স্বাস্থ্য-শিক্ষা-শরীর চর্চা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরাসরি ভূমিকা রাখে তাদের লাইসেন্স ফি বেশি অন্যদিকে যাদের কারণে জনস্বাস্থ্য সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের ফি কম!!

প্রকৃতপক্ষে দেশের অন্য সবকিছুর তুলনায় তামাক কোম্পানির লাইসেন্স ফি হওয়া উচিত সবচেয়ে বেশি। সময় এসেছে তাদের এই অপকৌশলের স্বরূপ উন্মোচন করার।

সমন্বিত পদক্ষেপই পারে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে

সমস্বর প্রতিবেদক: তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে সরকার ও তামাক কোম্পানির নীতিগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত। তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে বাঁধাগ্রস্ত করতে নানা কৌশলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপের ফলে আইন, বিধিমালা প্রণয়ন ও বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও প্রত্যাশিত ফলাফল

পাওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে হলে তামাক কোম্পানির প্রভাব প্রতিহতকরণে এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল বেশ কয়েক বছর আগে এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে একটি গাইড লাইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলো। দীর্ঘদিন ধরে গাইডলাইনটির কার্যক্রম থেমে আছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলোর তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিতে প্রভাব বিস্তার থেমে নেই। এছাড়াও পুরাতন কিছু আইনে তামাক কোম্পানির জন্য সুবিধা বিদ্যমান রয়ে গেছে। এ বিষয়গুলো সংশোধন করে যুগোপযোগী করার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ১০ অক্টোবর ২০২১, ঢাকা সিভিল সার্জন অফিসের নেতৃত্বে আজিমপুর এলাকায় তামাকজাত দ্রব্যের দোকান থেকে সিগারেটের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ করে তার পরিবর্তে তামাক বিরোধী

প্রচারণা সম্বলিত ব্যানার লাগানো হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা সিএস অফিসের জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা শাহানা পারভীন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও এইড ফাউন্ডেশনের তামাক বিরোধী কর্মীবৃন্দ। এসময় বিক্রেতা ও দোকান মালিকদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং আইন লঙ্ঘনের ফলে এর শাস্তির বিধান সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ২১ অক্টোবর ২০২১, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার ৮ এর ১ ধারা অনুযায়ী কুষ্টিয়া পৌরসভা কর্তৃক তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাকে স্বতন্ত্র লাইসেন্স প্রদান

করা বিষয়ে একাট মতাবনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরসভার মেয়র জনাব মো. আনোয়ার আলী এর সাথে এইড ফাউন্ডেশন এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী জনাব অ্যাড. মো. নাছির উদ্দীন বিশ্বাস এবং স্থানীয় বাটা প্রতিনিধি দিপ্তানিয়া সমাজ কল্যান সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক আফরোজা সুলতানা মতবিনিময় করেন। এইড ফাউন্ডেশন এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত খসড়া স্বতন্ত্র লাইসেন্স কপি ও শর্তাবলী সম্মানিত মেয়র মহোদয়কে প্রদান করা হয়। এছাড়াও এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগ এর উপসচিব জনাব মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন দেয়া হয়। মেয়র প্রজ্ঞাপনটি মার্ক করে সচিব এর নিকট জমা দিতে বলেন এবং আশ্বস্ত করেন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫০ হাজার টাকার সিগারেট ধ্বংস, ব্যবসায়ির ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ৩১ অক্টোবর ২০২১, নকল সিগারেট রাখার অপরাধে আসিফ হোসেন নামের এক ব্যবসায়িকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী হাকিম নাজমুল আলম এ দন্ড প্রদান করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। সেখানে রক্ষিত ৫০ হাজার টাকার নকল সিগারেট ধ্বংস করা হয় এবং ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়।

অভিযানে সহায়তা করেন স্থানীয় বাটা প্রতিনিধি আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ উদ দৌলা রেজা ও র‍্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের একটি টীম।

ধূমপান ও মাদকমুক্ত করণে সচেতনতামূলক সভা

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১, তারিখে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জোরারগঞ্জ, চট্টগ্রাম এ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে 'ধূমপান ও মাদকমুক্ত করণে' একটি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব ইঞ্জিনিয়ার মো. আলী আজম রোকন। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন অত্র কলেজের প্রভাষক জনাব মো. সাইফুল ইসলাম , জনাব আবীর অধিকারী ও জনাব অরবিন্দু সাহাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

উক্ত সচেতনতামূলক সভায় বক্তারা ধুমপান ও মাদকের কুফল শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরেন। আলোচনায় অধ্যক্ষ বলেন, 'সিগারেট হচ্ছে মাদকাসক্তির চাবি, এর দ্বারাই নেশা ও খারাপ কাজের সূচনা হয়।' শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন একাদশ ব্যাচের নাজিম উদ্দিন ও আরিফুল ইসলাম, দ্বাদশ ব্যাচের সাহাল সিদ্দিকী এবং চতুর্দশ ব্যাচের প্রান্ত হোড়। তারাও ধূমপান ও মাদক নির্মূল করণে তাদের মতামত প্রদান করেন।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের মোবাইল কোর্ট পরিচালিত

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ২১ ডিসেম্বর ২০২২, সুযোগ্য জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জনাব মো. মনিরুজ্জামান তালুকদার মহোদয়ের নির্দেশে এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জনাব

পুলক কুমার মন্ডল মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে নগরীর খুলনা সোনাডাঙ্গা থানার আওতাধীন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসন, খুলনার সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, নূরী তাসমিন উর্মি।

এসময় 'ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' ও মোতাবেক ৫ জন ব্যক্তিকে আইন লঙ্ঘন করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করার অপরাধে সর্বমোট নগদ ১,৫০০/- (এক হাজার পাচশত) টাকা জরিমানা করা হয় এবং সিগারেটের বিজ্ঞাপন অপসরণ করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ পুলিশের সোনাডাঙ্গা থানার পুলিশ সদস্যগন ও এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা।

সোনাডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ৯ নভেম্বর ২০২১ সুযোগ্য জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জনাব মো.মনিরুজ্জামান তালুকদার মহোদয়েরনির্দেশে এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জনাব পুলক কুমার মন্ডল মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে নগরীর সোনাডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসন, খুলনা'র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, কোহিনুর জাহান এবং দীপা রানী সরকার।

এসময় 'ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর মোতাবেক ৩ জন ব্যক্তিকে আইন লঙ্ঘন করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করার অপরাধে নগদ ৪,০০০/-(চার হাজার) টাকা জরিমানা করা হয় ও সিগারেটের বিজ্ঞাপন অপসরণ করা হয়। অন্যদিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫৩ ধারা মোতাবেক দুই হোটেল মালিককে নগদ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ পুলিশের সোনাডাঙ্গা থানার পুলিশ সদস্যগন, জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা।

খালিশপুর থানার আওতাধীন পৌরসভা মোড় এলাকায় মোবাইল কোর্ট

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ৮ নভেম্বর ২০২১ ইং তারিখ, সুযোগ্য জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জনাব মো. মনিরুজ্জামান তালুকদার মহোদয়ের নির্দেশে এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জনাব পুলক কুমার মন্ডল মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে নগরীর খালিশপুর থানার আওতাধীন পৌরসভা মোড় এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসন, খুলনার সহকারী

কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, শারমিন জাহান লুনা। এসময় 'ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর মোতাবেক ১ জন ব্যক্তিকে আইন লঙ্ঘন করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করার অপরাধে নগদ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয় এবং সিগারেটের বিজ্ঞাপন অপসরণ করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ পুলিশের খালিশপুর থানার পুলিশ সদস্যগন, সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক এড. মাসুম বিল্লাহ ও এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা, কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক।

বাস টার্মিনালে অভিযোগ বাক্স স্থাপন জরুরি

গত ১৫ অক্টোবর ২০২১, ডাসের উদ্যোগে রাজধানীর গণপরিবহনে এবং বাস টার্মিনালগুলোতে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়। ডাস কর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা যায় যে, গণপরিবহনের ড্রাইভার ৬৬%, কন্ডাকটর/ হেল্পার ৩২.৪% এবং যাত্রী ১.৬% এবং পরিবহন শ্রমিক কর্মচারীদের ৬৬.১% তাদের কর্মস্থলে ধূমপান করে থাকে। প্রায় ৫২% মানুষ কখনও কখনও গণপরিহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়েছেন। অথচ ৬১% উত্তরদাতা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ব্যাপারে জানেন তবে, পাবলিক প্লেসে ধূমপানকারীর বিরুদ্ধে কোথায় এবং কিভাবে অভিযোগ জানাতে হবে সেগুলো তারা জানেন না। তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগে জানানোর জন্য গাড়িতে ও টার্মিনালগুলোতে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা একান্তভাবে জরুরি।

গণপরিবহণসহ পাবলিক প্লেসে ধূমপান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হলে জনসচেতনতার পাশাপাশি আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। পাবলিক প্লেসে বা পরিবহনে যারা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন তাদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে বাসে এবং টার্মিনালগুলোতে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা একান্তভাবে প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, বাস টার্মিনালে বা পাবলিক প্লেসে ধূমপানের বিরদ্ধে অভিযোগ প্রদানের জন্য কোথাও কোন অভিযোগ বাক্সের ব্যবস্থা নেই।

সৌজন্যে : সংবাদ প্রতিদিন

সাক্ষাৎকার

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করা প্রয়োজন

সমস্বর প্রতিবেদক: মাননীয় সংসদ সদস্য (সিরাজগঞ্জ -২) ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া এক ভিডিও বার্তায় বলেন বলেন, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের কারণে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে অকালমৃত্যু, অসংক্রামক ব্যধি এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। তামাকে আসক্তির কারনে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লাখ ৬৩ হাজার মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করে। তামাক সেবনের কারণে আক্রান্ত রোগের চিকিৎসা খাতে বাজেটের ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। প্রকৃতপক্ষে তামাকের কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এ পরিস্থিতি থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে।

এ জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন। ২০১৩ সালে যে আইনটিকে পরিমার্জন করা হয়েছে সে আইনটিকে শক্তিশালী করা দরকার। গত বছর থেকে জাতীয় সংসদে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ১৫৩ জন সংসদ সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন কর বাড়িয়ে ধূমপানকে কম গ্রহনযোগ্য করার জন্য এবং সাথে সাথে সরকারি কোষাগারে এ অর্থ জমা দেবার জন্য যার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নকার্য করা সম্ভব।

স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানোর জন্য ১৫৩ জন এমপির প্রচেষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পক্ষে অবশ্যই ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, তামাক কোম্পানিতে সরকারের যে শেয়ার রয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরে অধিক সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা থাকার কারণে তামাক কোম্পানিগুলো যে অনভিপ্রেত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে থাকে সেগুলো বন্ধ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুযায়ী উন্নত ও সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ গড়তে তামাক নিয়ন্ত্রণের কোন বিকল্প নেই।

তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার জরুরি

সমস্বর প্রতিবেদক: মাননীয় সংসদ সদস্য (গাইবান্ধা -১) ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া এক ভিডিও বার্তায় বলেন, এনসিডি প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হতে পারে তামাক নিয়ন্ত্রণ। তামাকের উপর কর বাড়াতে হবে। তামাকের বিষয়ে প্রচার প্রচারণা, তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে হবে। সরকারের নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে তামাক কোম্পানির অনুচিত প্রভাব বন্ধ করতে হবে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানিতে সরকারের কিছু শেয়ার আছে, এ শেয়ার থাকার কারণে, গুরুত্বপূর্ণ সচিব, অতিরিক্ত সচিব এখানে ডিরেক্টর হিসেবে মনোনয়ন পান। পরবর্তীতে সরকার যখন কর আরোপ করতে চায়, এমনকি সরকারের কিছু এমপি যখন এডভোকেসি করতে চায় তখন তা সঠিকভাবে করতে পারে না। তামাকজাত দ্রব্যের ৭/৮ বছর ধরে প্রচলিত তামাকের স্তর ভিত্তিক কর ব্যাবস্থার পরিবর্তে আমরা যদি স্থায়ী কর অরোপ করতে চাই, এমনকি ৮০/৯০% সচিত্র সতর্কবাণীর প্রস্তাব যখন করতে যাই তা কোন না কোনভাবে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ তামাক কোম্পানির সরকারের উপর অনৈতিক প্রভাব রয়েছে। কর এর উপর সুন্দর প্রস্তাবনা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তা বাতিল হয়ে যায়। ব্রিটিশ আমেরিকান কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার করে সরকারকে একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে ধূমপানমুক্ত করতে হলে, তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার থাকলে তা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে যারা রয়েছেন তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা যেন, তামাক কোম্পানি থেকে কোন বেনেফিট বা মোটা বেতনের চাকরি বা অন্যকোন সুবিধা না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকারের কর্মচারী, কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তামাক কোম্পানির সাথে কি বলতে পারবে, কতটুকু বলতে পারবে, কি কি বলতে পারবে তার একটি সুনির্দিষ্ট কোড অফ কন্ডাক্ট করা প্রয়োজন। তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত তামাক বিরোধী নীতি প্রবর্তনই ২০৪০ সালের টার্গেট কে পূরণ করতে পারে।

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd